The excavated remain of the Buddhist vihara is rectangular in shape. Two temples at the east, four monastic cells at the north, nine cells at the south and seven cells at the west characterize the four wings of the vihara. At the centre of the western wing a large room with a projection to the external side was probably the main entrance into the vihara. The vihara measures 60 m (north-south) and 90 m (east-west). Courtyard is 34.5 m (north-south) and 40.6 m (east-west).

To the east of the Buddhist vihara, two Buddhist temples have been exposed. The temple of the north east corner is measured 19 m (north-south) and 24 m (east-west). The temple, which at the centre of the eastern wing (just opposite the central cell of the westem wing), measures 21 m (north-south) and 24 m (east-west). The highest points of the exposed walls of these temples are now 2.5 m above the surrounding land. These temples were built by constructing blind cells and the style is known as cellular style. Similar style and ground plan are noticeable in the temples at Bharat Bhayna in the vicinity, Dumdum Pirosthan Dhibi at Monirampur and Jhurijhara Dhibi at Tala. All these temples with similar ground plans are located in the southwestern part of Bangladesh and represent a distinct architectural style which was developed during c. 9th-10th centuries CE in the region.

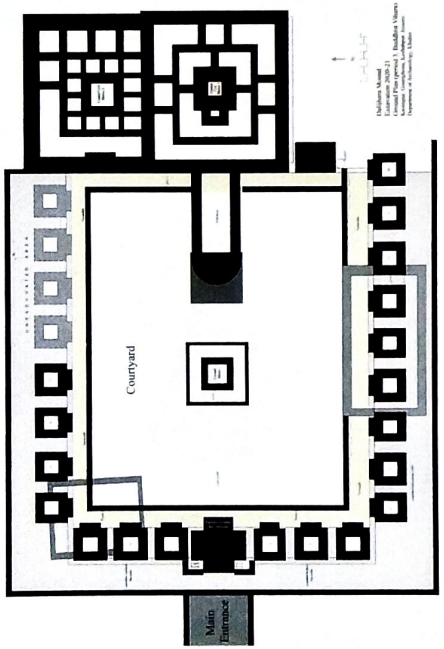

Dalijhara Buddhist Vihara-Temple Complex

Regional Directorate Office
Department of Archaeology
Khulna and Barishal Division
Ministry of Cultural Affairs

archaeologykhulna@yahoo.com; www.archaeology.khulnadiv.gov.bd

First Published: June, 2021

ডালিঝাড়া বৌদ্ধ বিহার-মন্দির কমপ্লেক্স

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
খুলনা ও বরিশাল বিভাগ
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রথম প্রকাশকাল : জুন, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

যশোরের কেশবপুর উপজেলার কাশিমপুর গ্রামের ডালিঝাড়া ঢিবিতে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন পরিচালনা করে একটি পূর্ণাঙ্গ 'বৌদ্ধ বিহার-মন্দির কমপ্লেক্স'-এর স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এই স্থাপনাগুলো আনুমানিক খ্রি. ৯ম থেকে ১১শ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে নির্মিত ও ব্যবহৃত হয়েছে। এই ধরনের স্থাপত্যকাঠামোর ধ্বংসাবশেষ প্রথম খুঁজে পাওয়া গেল বাংলাদেশের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলে। দেশের ও বিদেশের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ অনুসারে এই স্থাপনাগুলোর কিছু অনন্য ও ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যাবলি ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বদিকে ইতোপূর্বে আবিষ্কৃত অন্যান্য বৌদ্ধবিহারগুলোর থেকে একেবারেই ভিন্ন। এই ব্যতিক্রমী ও অনন্য 'বৌদ্ধবিহার-মন্দির কমপ্লেক্সের' ধ্বংসাবশেষটি বাংলাদেশের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলে মানববসতির বিস্তার ও পরিবর্তন বোঝার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞগণ।

বাংলাদেশের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলের সক্রিয় ও জোয়ারভাটার প্রভাববলয়ের আওতাধীন গাঙ্গেয় বদ্বীপের সতত পরিবর্তনশীল প্রতিবেশে মানুষের বসবাস, ভূমি ব্যবহার, চাষাবাদ এবং যোগাযোগের প্রকৃতি ও রূপান্তর ব্যাখ্যা করার জন্য এই স্থাপনাগুলো আর খননে আবিষ্কৃত বিভিন্ন আলামত তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে। বিশেষ করে, বিহারের পশ্চিম দিকে স্থাপত্যকাঠামোর নিচের পললের মধ্যে প্রাপ্ত বিপুল পরিমাণ কালো রঙের চালের ডিপোজিট প্রমাণ করে যে, আনু. খ্রি. ৯ম শতক বা তারও আগে এখানে মানুষ ধান চাষ শুরু করেছিল। আলোচ্য স্থাপনাটির সামগ্রিক পরিকল্পনায় বাংলাদেশ তথা ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বাংশের অন্যান্য বৌদ্ধ বিহার/মহাবিহারগুলোর আয়তাকার বা বর্গাকার স্থাপত্যিক পরিকল্পনাই অনুসৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে তিনদিকে ভিক্ষুকক্ষ ও একদিকে মন্দিরসহ একটি আয়তাকার পরিকল্পনা রয়েছে। পূর্বদিকের কেন্দ্রিয় মন্দিরের পশ্চিম দিকে একটি অর্ধবৃত্তাকার প্রবেশপথ সিড়িসহ আবিষ্কৃত হয়েছে। মাঝখানে রয়েছে বিহারের অঙ্গন। বিহারাঙ্গনের মধ্যে একটি বর্গাকৃতির ও প্রদক্ষিণপথবিশিষ্ট কেন্দ্রিয় মন্দির রয়েছে। পুরো বিহারাঙ্গন ইট বিছানো সোলিং দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের প্রকারতাত্ত্বিক কালানুক্রম অনুসারে প্রথম কালপর্বের স্থাপত্যিক ধ্বংসাবশেষের নির্মাণ ও ব্যবহারের সময়কাল প্রাথমিকভাবে আনুমানিক খ্রি. ৯ম-১১শ শতক বলে অনুমান করা যায়। পরবর্তীতে বিভিন্ন কালপর্বে স্থাপত্যটি ধ্বংস, পুনর্নির্মাণ, সংস্কার ও পুনর্ব্যবহারের মধ্য দিয়ে গেছে আনু. খ্রি.১৬শ-১৭শ শতক পর্যন্ত। তবে বিহার ও মন্দিরগুলোর পরবর্তীকালীন প্রকৃতি ও ব্যবহারে কোনো বদল ঘটেছিলো কীনা তা এখনও স্পষ্ট নয়।

পুরো স্থাপনাটি আয়তাকার। পূর্বদিকে ২টি মন্দির, উত্তরবাহুতে ৪টি ভিক্ষুকক্ষ, দক্ষিণ বাহুতে ৯টি ভিক্ষুকক্ষ, পশ্চিম বাহুতে ৭টি ভিক্ষুকক্ষ রয়েছে। পূর্ববাহুতে ২টি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেলেও ধারণা করা যায় যে, এই দিকে ৩টি মন্দির ছিল।

দক্ষিণপূর্ব কোণের মন্দিরটি স্থানীয় অধিবাসীগণের গৃহ নির্মাণের কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। পশ্চিমবাহুর মাঝখানে একটি বড় কক্ষ রয়েছে। এই কক্ষটির পশ্চিমে একটি বৃহদাকার অভিক্ষেপ রয়েছে। পশ্চিমবাহুর মধ্যবর্তী এই অভিক্ষেপ ও বড় কক্ষটিই বিহারের প্রধান প্রবেশদ্বার ছিল।

পূর্ববাহুর ২টি মন্দিরের উত্তরপূর্বকোণের মন্দিরটির পরিমাপ হলো উত্তর-দক্ষিণে আনু. ১৯ মিটার ও পূর্ব-পশ্চিমে আনু. ২৪ মিটার। পূর্বদিকের মাঝখানের (পশ্চিম দিকের বাহুর মধ্যবর্তী প্রধান প্রবেশদ্বারের ঠিক বিপরীতে) উন্মোচিত বৌদ্ধমন্দিরটির পরিমাপ উত্তর-দক্ষিণে আনু. ২১ মিটার ও পূর্ব-পশ্চিমে আনু. ২৪ মিটার। মন্দির সম্বলিত ঢিবিটি চারপাশের ভূমি থেকে প্রায় ২.৫ মিটার উঁচু। উভয় মন্দিরই চারপাশে আবদ্ধ কক্ষ তৈরি করে কেন্দ্রে নির্মিত হয়েছে। এই ধরনের স্থাপনারীতি সেলুলার স্থাপনারীতি হিসেবে পরিচিত। এই অঞ্চলের নিকটবর্তী ভরতভায়না, মনিরামপুরের দমদম পীরস্থান ঢিবি ও ঝুড়িঝাড়া ঢিবিতে উন্মোচিত স্থাপত্যকাঠামোতেও একই রীতি লক্ষ্যণীয়। এই বিশেষ শৈলির ও পরিকল্পনার মন্দির বাংলাদেশের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলেই এখন অব্দি খুঁজে পাওয়া গেছে।

বিহারটির পরিমাপ উত্তর-দক্ষিণে ৬০ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৯০ মিটার। বিহারের আঙ্গিনার (courtyard) পরিমাপ ৩৪.৫ মি. (উত্তর-দক্ষিণে) ও ৪০.৬ মি. (পূর্ব-পশ্চিম)।

বিহারের ভেতরের দিকের এখন অব্দি উন্মোচিত দক্ষিণ ও পশ্চিম বাহু সংলগ্ন বারান্দার পরিমাপ উত্তর-দক্ষিণ বরাবর ৪২ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিম বরাবর ৪৪.৬ মিটার। ভিতরের এই বারান্দার প্রস্থ ২.৪০ মিটার-২.৫৫ মিটার। দক্ষিণ বাহু সংলগ্ন বাইরের বারান্দার প্রস্থ ৪.৫০ মিটার। পশ্চিম দিকের বাইরের এবং প্রবেশপথ সংলগ্ন বারান্দা বা পরিসরের প্রস্থ হলো ৪.৭৫ মিটার। এই বারান্দা গিয়ে দক্ষিণ বাহুর বারান্দার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে, এই অঞ্চলের ভূমি আদি কাল থেকে নদী-জোয়ারভাটা-লবণাক্ততার প্রভাবে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেলেও মানুষ এখানে অভিযোজন করেছে। প্রতিবেশের বদলের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে এই অঞ্চলে বসতি বিস্তার করেছে।

Archaeological excavation at the Dalijhara mound in Kashimpur village of Keshabpur upazila in Jashore district has uncovered the remains of a 'Buddhist Vihara-Temple Complex'. The first period of construction and occupation of this 'Vihara-Temple Complex' can tentatively be ascribed to c. 9th - 11th centuries CE on the basis of relative and typological dating of pottery assemblages.

The edifice continued to be reconstructed, modified and reoccupied possibly till c. 16th - 17th centuries CE. The nature and use of the edifice might either be changed or modified during the later periods. It is not possible to determine the nature of the later functions of the remains at this initial stage of the research.

The layout and spatial pattern of the excavated architectural remains are similar in some ways to other Buddhist viharas/ mahaviharas in Bangladesh and eastern part of India.

The exposed remains, however, have several distinct architectural attributes. For example, two verandas were constructed at the front and back of the cells which are organized on the northern, western and southern wings of the vihara. The cells were separated from each other by ambulatory passages. These passages were blocked in later periods that were marked with modifications and reconstructions of different parts of the edifice. In lieu of cells, the southwest and northwest corners of the vihara were covered with brick-soling.

Three cellular temples shaped the eastern wing. The temple at the southeast corner was completely destroyed because of the recent construction of houses by the locals. As apsidal entrance with extended structural remains connects the courtyard with the central temple to the east. A square shrine at the centre of the courtyard with an ambulatory passage represents multiple periods of reconstructions and repairs like the brick paved courtyard with similar reconstructions with reused bricks. One of the most notable finds is the black deposit of rice grains mixed with potsherds. This deposit is stratigraphically earlier than the exposed architectural remains of the vihara, and it probably represents the earliest period of occupation and human activities at this locality.